প্রথম আলো

NOV. 03 2006

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের শ্বেতপত্রকে ভিত্তিহীন বললেন উপাচার্য

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধিবহির্ভূতভাবে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দলীয় রাজনীতির চর্চা বিষয়ে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের উদ্যোগে প্রকাশিত শ্বেতপত্রে উল্লিখিত সব তথ্যকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম আলতাফ হোসেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য বলেন, বিরোধীরা (প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ) নিজেদের অযোগ্যতা ও ব্যর্থতাকে আড়াল করতেই এ ধরনের শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য অধ্যাপক আলতাফ হোসেন দাবি করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান ও ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট অনুযায়ী যথাযথ কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই নিয়োগসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো বিভাগে দুটি পদের বিপরীতে আট-নয়জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি উপাচার্য স্বীকার করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরে শিক্ষকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে ...

স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উপাচার্য সরাসরি অস্বীকার করেন। সিনেট সভা আহ্বান না করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বহু বিষয় সিন্ডিকেটে অনুমোদনের অপেক্ষায় ঝুলে থাকার কারণে সিনেট সভা আহ্বান করা সম্ভব হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তাহের আহম্মেদ হত্যা মামলার অন্যতম আসামি শিবিরের সভাপতি মাহবুবুল আলম সালেহীকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে মাস্টার্স পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে জানতে চাইলে উপাচার্য বিষয়টি এড়িয়ে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলে শিবিরের ক্যাডারদের বিপুল পরিমাণ অস্ত্র মজুদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যেকোনো সময় হলগুলোতে তল্লাশি চালানো হবে।

উল্লেখ্য, গত ২০ অক্টোবর সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ' বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধিবহির্ভূতভাবে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অন্ধ দলীয় রাজনীতির চর্চা নিয়ে 'শ্বেতপত্র ২০০১-২০০